ঢাকা মহানগরীর পুরানা পল্টন এলাকা থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকরী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে যুব ইউনিয়ন সংগঠক কে এম শামীম আখতারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল ৮.১৫টায় ঢাকা মহানগরীর ১২/৪, পুরানা পল্টন লাইন (৫ম তলা) এর বাসিন্দা মৃত খান মোবারক হোসেন ও মোছাম্মত জোহরা আখতার এর ছেলে কেএম শামীম আখতারকে (৩৬) ৬/১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যায় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে এবং তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- শামীমের আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ কেএম শামীম আকতার

ঝর্ণা খানম (৩০), শামীমের স্ত্রী

ঝর্ণা খানম অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামীর বাড়ী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজী ডুমুরিয়া গ্রামে। তিনি তাঁর শাশুড়ী জোহরা আখতার (৫০), ছেলে তাজবীদ খান দ্বীপ্ত (৭) এবং স্বামীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। শামীম ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরে যুব ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রজীবন শেষে তিনি কয়েক বছর বিদেশেও ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে এ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্তির পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাড়ীতে বসে পড়াশুনা করছিলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল ৮.০০টার দিকে ঝর্ণা বাসা থেকে তাঁর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। দুপুর ১২.০০টার দিকে তাঁর শাশুড়ী জোহরা আখতার তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, শামীম সকাল ৮.১৫টায় বাসা থেকে কিছু কেনার জন্য বেরিয়ে যেয়ে আর ফেরত আসেনি এবং স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে, ৭ জন লোক শামীমকে ধরে মুখে স্কচটেপ আটকিয়ে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গেছে যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। ঝর্ণা তখনই বাসায় ফিরে পল্টন মডেল থানায় যান এবং একটি সাধারণ ডায়রী (জিডি) করেন। যার নম্বর ১৮৩৯; তারিখঃ ২৯/০৯/২০১১। একই দিন তিনি র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৩ এর কার্যালয়ে যান এবং তাঁর স্বামী অপহৃত হয়েছেন উল্লেখ্য করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ শামীমের পরিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। কিন্তু এরপরও শামীম আখতারের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২ অক্টোবর ২০১১ ঝর্ণা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যান এবং একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যার ফাইল নম্বর ১৯২৩; তারিখ-০২/১০/২০১১। শামীমকে উদ্ধার করার ব্যাপারে র‍্যাব বা পুলিশ সদস্যদের কোন সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলেও তিনি অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন।

ঝর্ণা জানান, শামীমের নামে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় রাজনৈতিকভাবে ৮টি মামলা ছিল এবং সেগুলো প্রত্যাহারের চেষ্টা চলছিল। শামীম ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের খুলনা জেলা শাখার সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ঝর্ণা তাঁর স্বামীর সন্ধান চান।

জোহরা আখতার (৫০), শামীমের মা

জোহরা আখতার অধিকারকে জানান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৮.১৫টায় তিনি তাঁর নাতী তাজবীদ খান দ্বীপ্তকে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় শামীম একই সঙ্গে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত শামীম বাসায় না ফেরায় তিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেন। পুরানা পল্টন লাইনের দোকানীরা তাঁকে জানান, কয়েকজন লোক শামীমকে ধরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি তখন ঝর্ণাকে মোবাইল ফোনে বিস্তারিত জানান। তিনি দোকানদারদের কাছ থেকে শুনে নিশ্চিত হন যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই শামীমকে ধরে নিয়ে গেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন এবং সেখানে তিনি শামীমকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই নিয়ে গেছে বলে দাবী করেন।

মোঃ বাবুল (৪৮), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ বাবুল অধিকারকে বলেন, ৬/১ পুরানা পল্টন লাইনের মুদির দোকানের সামনে তাঁর সবজির দোকান আছে। ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে তিনি দোকানে ছিলেন। তখন সাদা পোশাকে

প্রায় ৭ জন লোক ফতুয়া এবং লুঙ্গী পরিহিত একজন লোককে ধরে জোর করে পুরানা পল্টন লাইন থেকে বিজয় নগর রোডের বটতলা মসজিদের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় কয়েকজন লোক এগিয়ে আসলে ঐ লোকরা তাদের বাধা দেয় এবং ফতুয়া-লুঙ্গি পরা লোকটাকে নিয়ে চলে যায়।

সাদা পোশাকধারী লোকদের মাথার চুল ছিল ছোট করে ছাঁটা এবং সবাই প্রায় একই সমান। কিন্তু কাকে নিয়ে যাচ্ছে তা পেছন থেকে তিনি বুঝতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর রাস্তার লোকজন তাঁকে বলেন, ঐ লোকটির নাম শামীম যিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপরিচিত। দুপুর আনুমানিক ১২:৩০টায় তিনি শামীমের স্ত্রী ঝর্ণার কাছে যান এবং শামীমকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা জানান।

মোঃ দুলাল রেজা (২৮), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ দুলাল রেজা অধিকারকে জানান, তিনি ২৭ বিজয় নগরে অবস্থিত মের্সাস বীথী ফার্মেসীর সামনে চা বিক্রি করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৭.৩০টায় সিলভার রংয়ের একটি মাইক্রোবাস তাঁর দোকানের সামনে এসে থামে। মাইক্রোবাস থেকে ৭ জন লোক নেমে আসে। আর মাইক্রোবাসের চালক তাঁর দোকানে চা খেতে থাকে। সকাল ৮.১৫টায় মাইক্রোবাস থেকে নেমে যাওয়া লোকগুলো পুরানা পল্টন লাইন থেকে ফতুয়া এবং লুঙ্গী পরিহিত একজন লোককে ধরে টেনে হিঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে আসা লোকটি শুধু একবার বলেন, আমাকে বাঁচান, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। চারদিক থেকে লোকজন এগিয়ে আসার আগেই মাইক্রোবাসটি চলে যায়। লোকগুলোর চুল ছিল ছোট করে ছাঁটা, লম্বা প্রায় সবাই একই রকম। অপহরণকারীরা সাদা পোষাকধারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ছিল বলে তিনি মনে করেন।

মেজর এমারত হোসেন, র‍্যাব-৩, টিকাটুলী, ঢাকা

মেজর এমারত হোসেন অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ পুরানা পল্টন লাইন এলাকা থেকে ঝর্ণা খানম নামে একজন মহিলা র‍্যাব কার্যালয়ে আসেন এবং একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগপত্রটি ২ অক্টোবর ২০১১ তে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১০৪১ হিসেবে নথিভূক্ত করা হয়। অভিযোগে ঝর্ণা খানম জানান, সকাল ৮.০০টার দিকে তাঁর স্বামী কেএম শামীম আখতারকে কে বা কারা বাসার সামনে থেকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, ৩ অক্টোবর ২০১১ এর অভিযোগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৫৪২ নম্বর নথিতে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাররার হোসেন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

গত ১৮ জানুয়ারী ২০১২ মেজর এমারত হোসেন জানান, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাররার হোসেন খান বিষয়টি খোঁজখবর নিয়েছিলেন। কিন্তু কে বা কারা শামীমকে ধরে নিয়ে গেছে তার কোন সন্ধান পাননি।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাররার হোসেন খান, র‍্যাব-৩, টিকাটুলী, ঢাকা

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাররার হোসেন খান অধিকারকে বলেন, পুরানা পল্টন লাইন এলাকার ঝর্ণা খানম তাঁর স্বামী নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তা তিনি তদন্ত করছেন। তিনি বলেন, র‍্যাব ফোর্সেস হেডকোয়ার্টাস থেকেও তাঁকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এসআই শ্যামল চন্দ্র ধর, পল্টন মডেল থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা

এসআই শ্যামল চন্দ্র ধর অধিকারকে বলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তিনি বিজয় নগর ও পল্টন এলাকায় ডিউটিতে ছিলেন। থানা থেকে ডিউটি অফিসার তাঁকে বার্তা পাঠান যে, পল্টন এলাকা থেকে ঝর্ণা খানম নামে একজন মহিলা থানায় এসে একটি জিডি করেছেন। যার নম্বর ১৮৩৯। তাঁকে জিডি সম্পর্কে তদন্ত করতে বলা হয়। তিনি তখন পুরানা পল্টন লাইন ও বিজয় নগর এলাকায় যান এবং তদন্ত করে প্রমাণ পান যে, ৭জন লোক কেএম শামীম আখতার নামে একজন লোককে ধরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গেছে। তাঁকে আরো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ঝর্ণা খানমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি শামীমের স্থায়ী ঠিকানা খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায়ও যোগাযোগ করেন। ডুমুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ তাঁকে ফ্যাক্স বার্তায় জানান, শামীমের নামে হত্যাসহ মোট ১৩টি মামলা রয়েছে। শামীমকে গ্রেফতারের জন্য ডুমুরিয়া থানার পুলিশ সদস্যরাও খুঁজছেন। ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এসআই শ্যামল চন্দ্র ধর এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এসআই নাসির উদ্দিনকে।

এসআই নাসির উদ্দিন, পল্টন মডেল থানা, ডিএমপি, ঢাকা

এসআই নাসির উদ্দিন ১৮ জানুয়ারী ২০১২ অধিকারকে বলেন, তিনি পল্টন থানার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে দায়ের করা ১৮৩৯ নম্বর জিডির তদন্ত করেছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজনের কাছে শুনেছেন যে শামীমকে একদল লোক ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু কে বা কারা নিয়ে গেছে তার সুনির্দিষ্ট কোন সন্ধান তিনি পাননি। এ বিষয় নিয়ে অফিসার ইনর্চাজ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

মোঃ শহীদুল হক, অফিসার ইনচার্জ, পল্টন মডেল থানা, ডিএমপি, ঢাকা

মোঃ শহীদুল হক ১৮ জানুয়ারী ২০১২ অধিকারকে বলেন, পুরানা পল্টন লাইন এলাকা থেকে ঝর্ণা খানম নামে একজন মহিলা তাঁর স্বামী শামীমকে ধরে নিয়ে যাবার অভিযোগে থানায় যে জিডি করেছিলেন, সেই জিডি প্রথমে এসআই শ্যামল চন্দ্র ধর তদন্ত করেন। পরে দায়িত্ব দেয়া হয় এসআই নাসির উদ্দিনকে। তবে প্রাথমিক তদন্তে শামীমকে ধরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও বিস্তারিত আর জানা যায়নি। তিনি বলেন, ঝর্ণা খানমকে একটি নিয়মিত

মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে, কারণ শুধু জিডির উপর ভিত্তি করে তদন্তের গতি বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে পুলিশ সদস্য, র‍্যাব সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেয়া হয়। র‍্যাব এবং পুলিশ সদস্যদের দাবী অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তাঁরা পুরানা পল্টন লাইন এলাকা থেকে কেএম শামীম আখতার নামে কোন ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করেননি। কিন্তু অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে শামীমের মায়ের বক্তব্যে প্রতিয়মান হয় যে, পুরানা পল্টন লাইন থেকে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনেই ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শামীম আখতারকে তুলে নিয়ে যায়। পল্টন থানার এসআই শ্যামল চন্দ্র ধর জানিয়েছেন যে, শামীম নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি থানায় জিডি হওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং পরিদর্শনকালে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হন যে, কয়েকজন লোক শামীমকে ধরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি শামীমের গ্রামের বাড়ী খুলনার ডুমুরিয়া থানায় বার্তা পাঠিয়েছেন। ডুমুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ তাঁকে জানিয়েছেন যে, শামীমের নামে তাঁর থানায় ১৩টি মামলা রয়েছে। শামীমের স্ত্রী ঝর্ণা জানান, শামীমের নামে ৮টি রাজনৈতিক মামলা ছিল যা প্রত্যাহারের চেষ্টাও চলছিল।

অধিকার নিখোঁজ কেএম শামীম আখতারকে উদ্ধার এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-